দৈনিক ইনকিলাব 085

তারিখ 30 MAR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গন

চিকিৎসা শিক্ষার সংকট

দেশে শিক্ষার সুযোগ তেমন বাড়ছে না। অথচ প্রতি বছর মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে, সেই সাথে পাসের হারও বাড়ছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আসন বৃদ্ধি পাচ্ছে না। বরং তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা যত উন্নত, সে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোও তত উন্নত। ফলে, স্বভাবতই কোন ছাত্রের প্রথম পছন্দনীয় দিকটি থাকে ডাক্তার কিংবা প্রকৌশলী হওয়ার। দেশের আটটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠানে মোট ১২শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করার নিয়ম চালু হয়েছে। ইতিপূর্বে এদের মধ্যে বিভিন্ন কারণে এক-তৃতীয়াংশ আসন খালি হওয়ার পর ওয়েটিং লিস্ট থেকে তা পূরণ করা হতো। চলতি বছর হতে এম বি বি এস প্রথম বর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে ওয়েটিং লিস্ট উঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এ বছর আটটি মেডিকেল কলেজে ১ হাজার ২শ' ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত ১ হাজার ৮ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। ১শ' ৯২টি আসন এখনো শূন্য রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, চলতি শিক্ষা বর্ষে ভর্তির জন্য ১১ হাজার ৭শ' ১১ জন ছাত্র-ছাত্রী আবেদন করেছিল। এরা সবাই মেধাবী ও উচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী। অথচ ওয়েটিং লিস্ট না থাকায় অতিরিক্ত ১শ' ৯২ জন ছাত্র-ছাত্রীর ডাক্তারি পড়ার সুযোগ ঘটেনি। আরো একটি বিষয়—ভর্তির ব্যাপারে যে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ শোনা যাচ্ছে তা সত্যই দুঃখজনক। যেহেতু মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের কোন শতকরা অংশ যোগ করা হয়নি। (পূর্বে প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা ১০ ভাগ লিখিত পরীক্ষার নম্বরের সাথে যোগ করে মেধা তালিকা নির্ণয় করা হতো)। তাই এটি উচ্চ মহলের কিছু সুযোগ এনে দিয়েছে।

কারণ, এর সুযোগ নিয়ে ওরা তাদের প্রভাব প্রয়োগ করে পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে নিজেদের প্রার্থীদের ভর্তি করাতে সক্ষম হয়েছেন। যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ না দিয়ে অদৃশ্য শক্তির হস্তক্ষেপের কারণে পরীক্ষায় সম্মানজনক নম্বর না পেয়েও এতে এক শ্রেণীর ছাত্র ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। সুতরাং এদের দ্বারা জনসেবা আশা করা যায় না। লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেমনি বড় ধরনের ঘাপলার আশ্রয় নেয়া হয়েছে তেমনি ঘটেছে ভর্তির ব্যাপারেও। মেধার সঠিক মূল্যায়নের নামে কর্তৃপক্ষ এর মাধ্যমে মেধার অবমূল্যায়নই ঘটিয়েছেন। ফলে মেধাবী, যোগ্যতাসম্পন্ন সকল ছাত্র আজ চরম হতাশায় ভুগছে। সরকারী উচ্চ মহল ও কলেজের সাথে সংশ্লিষ্টরা এর জন্য দায়ী। অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, পরীক্ষার খাতা দেখার সময় এমন অনেক খাতা ছিল যেগুলোতে শুধু সাংকেতিক চিহ্ন দেয়া হয়েছিল। পরে এসব খাতার নম্বর বাড়িয়ে দিয়ে ভর্তির পথ সুগম করে দেয়া হয়। যে সব ছাত্র-ছাত্রী জীবনের প্রথম ধাপেই হোচট খায়, তারা নতুনভাবে আর আশা সঞ্চয় করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে ওয়েটিং লিস্ট উঠিয়ে দেয়া, প্রাপ্ত নম্বরের শতকরা অংশ বাদ দেয়া মেডিকেলে ভর্তির ব্যাপারে কতটুকু উপকার করবে তা সহজেই অনুমেয়। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা অপসারিত না হলে দেশের শিক্ষা সংকট, বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আরো বেড়েই যাবে। ফলশ্রুতিস্বরূপ দেশ পর্যাপ্ত সুযোগ্য চিকিৎসক লাভ হতে বঞ্চিত হবে।

—নাজমুল হক খোকন